ওলাউঠা-চিকিৎসা।

অর্থাৎ

ইলেক্ট্রো-হোমিওপ্যাথিমতে ওলাউঠার

নিবারণ ও চিকিৎসা।

ডাক্তার

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বটব্যাল।

১।২ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা,

বটব্যাল এণ্ড কোং

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১৭নং ইডেন্ হস্পিট্যাল ষ্ট্রীট, হানিমান প্রেসে

শ্রীযুক্ত উমাচরণ চক্রবর্ত্তী

দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৭ সাল।

বিজ্ঞাপন।

আমাদের ইলেক্ট্রো-হোমিওপ্যাথি বিদ্যালয়ে ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী বটব্যাল ওলাউঠা চিকিৎসা সম্বন্ধে যে শিক্ষা দেন, সেই শিক্ষা হইতে এই পুস্তকের অধিকাংশ গৃহীত হইয়াছে। যাঁহারা ওলাউঠার চিকিৎসা জানেন তাঁহারা এই পুস্তক পাঠে অনেক নূতন ও প্রয়োজনীয় বিষয় জানিতে পারিবেন। ইহাতে ইলেক্ট্রো-হোমিওপ্যাথিমতে ওলাউঠা চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় অতি সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ওলাউঠা চিকিৎসায় ইলেক্ট্রো-হোমিওপ্যাথি ঔষধের কার্য্যকারিতা কিরূপ সুন্দর তাহা এই পুস্তকপাঠে সকলেই সহজে বুঝিতে পারিবেন। আমাদের অনুরোধে শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী বটব্যাল তাঁহার নামে পুস্তকখানি বাহির করিতে আমাদিগকে অনুমতি দিয়াছেন।

২১২ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
সন ১৩০৪ সাল শ্রাবণ।

বটব্যাল এণ্ড কোং।

সূচী পত্র।

উপক্রমণিকা।

আরোগ্যই চিকিৎসার মুখ্য উদ্দেশ্য। যে চিকিৎসায় রোগ অন্যান্য চিকিৎসা অপেক্ষা শীঘ্র, সহজে ও সমূলে আরোগ্য হয় সেই চিকিৎসাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যাঁহারা অধিক দিন সুচিকিৎসকের হস্তে বিবিধ রোগের ইলেক্‌ট্রোহোমিওপ্যাথি চিকিৎসা দেখিয়াছেন তাঁহারা একবাক্যে ও মুক্তকণ্ঠে উহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিবেন। কিন্তু প্রকৃতিগত দোষেই হউক, আর স্বার্থপরতার অনুরোধেই হউক, কতিপয় কর্ত্তব্য জ্ঞানশূন্য লোক এই চিকিৎসার গুণাগুণ না জানিয়া ইহার মিথ্যা নিন্দা করিয়া থাকেন। এইরূপ মিথ্যা নিন্দার ফল যদি সামান্য হইত, তাহা হইলে আমরা এইকথা এখানে আদৌ উত্থাপন করিতাম না। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, এই সকল লোকের নিন্দায় প্রভূত অনিষ্ট ঘটিয়াছে। যে অবস্থায় ইলেক্ট্রোহোমিওপ্যাথি চিকিৎসার গুণে রোগ এতদূর নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে যে উহা সত্বর সমূলে আরোগ্য হইয়া যাইবে বলিয়া আশা হইয়াছে, সেই অবস্থায় এই সকল লোক মিথ্যাযুক্তি ও প্রলোভন দেখাইয়া রোগীদিগকে অথবা রোগীদিগের আত্মীয় লোকদিগকে অন্য চিকিৎসা অবলম্বন করাইয়া রোগীদিগকে বৃথা অধিক দিন রোগযন্ত্রণা ভোগ অথবা অকালে কাল সদনে প্রেরণ করিয়াছে। আমাদের চিকিৎসাধীন শতাধিক রোগীর এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। সেই দুর্দ্দশার কথা স্মরণ হইলে আমাদের মনে

রোগীদিগের বৃথা যন্ত্রণাভোগ বা অকাল মৃত্যুর জন্য ক্ষোভ এব নিন্দকগণের পিশাচ প্রকৃতির জন্য ঘৃণা উপস্থিত হয়।

যেমন অন্যান্য রোগে ইলেক্‌ট্রোহোমিওপ্যাথি অন্যান চিকিৎসা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, উহা যে ওলাউঠা রোগেও তদ্রূপ, তাহ আমরা যুক্তি ও চিকিৎসা প্রাপ্ত ফলদ্বারা সপ্রমাণ করিব।

রস ও রক্তে আমাদের দেহ গঠিত। আমাদের ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য, গঠন ও লক্ষণ সত্ত্বেও নিয়ত উহারা রস ও রক্তে পরিপুষ্ট ও পরিরক্ষিত হয়। খাদ্য দ্রব্য আমাদের দেহের পুষ্টি সাধন করে। খাদ্য দ্রব্য পরিপাক ক্রিয়ার বশবর্ত্তী হইয়া বিবিধ তরল পদার্থে পরিণত হয়। এই সকল পদার্থ হইতে রস, লালা রক্ত, ঘর্ম্ম, মূত্র, পেশী, স্নায়ু, ঝিল্লী, অস্থি, মজ্জা ইত্যাদি যাবতীয় দেহের উপাদান উৎপন্ন হয় ও দেহ যন্ত্রের ক্রিয়া নিয়মিত হয় দেহের গঠন ও ক্রিয়ার পক্ষে যে সকল দ্রব্য উপযোগী সেই সকল দ্রব্য যদি উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য দ্রব্যে থাকে তাহা হইলে কোনও পীড়া হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এইজন্য কাউণ্ট ম্যাটি বিবিধ খাদ্য দ্রব্যের গুণাগুণ নির্ণয় করিয়া উহাদের মধ্যে কোন্‌টী দেহের কোন্ কার্য্যোপযোগী এবং উহাদের কোন্‌টীর অভাবে বা আধিক্যে কোন্ কোন্ পীড়া উপস্থিত হয় ইত্যাদি বিষয় অবধারণ করিয়া খাদ্য দ্রব্য হইতে তাঁহার ঔষধগুলি প্রস্তুত করিয়াছেন। এই ঔষধগুলি যে অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তাহা উপরিউক্ত বিষয়টী ভাল করিয়া বুঝিলে সকলেরই সহজে উপলব্ধি হইবে। খাদ্যদ্রব্যে ঔষধ প্রস্তুত হয় বলিয়া উহা ভ্রান্তিবশতঃ অনুপযুক্ত স্থলে প্রয়োগ করিলে কোনরূপ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। আমাদের দেহের গঠন ও ক্রিয়া রক্ষার জন্য যে সকল দ্রব্য আবশ্যক, সেই সকল দ্রব্যে

ঔষধগুলি প্রস্তুত বলিয়া রোগ অতি শীঘ্র, সহজে এবং সমূলে আরোগ্য হইয়া যায়।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে খাদ্য পরিপাক ক্রিয়ার বশবর্ত্তী হইয়া বিবিধ তরল পদার্থ উৎপাদন করে এবং ঐ সকল তরল পদার্থ হইতে দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশের ও যন্ত্রের গঠন ও ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কাউণ্ট ম্যাটি স্ক্রফলসো নামক যে ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছেন তদ্দারা প্রায় সমস্ত দেহ যন্ত্রের ক্রিয়া নিয়মিত হয় এবং উহাদের ক্রিয়া নিয়মিত হয় বলিয়া উহাদের গঠনের পক্ষে কোন গোলযোগ উপস্থিত হয় না। এঞ্জায়টিকো ঔষধে শিরা, হৃদয়, ধমনী প্রভৃতি সমস্ত দেহের রক্তাশয়ের ক্রিয়া নিয়মিত হয় এবং উহাদের ক্রিয়া নিয়মিত হয় বলিয়া উহাদের গঠনের পক্ষে কোন গোলযোগ উপস্থিত হয় না। ঝিল্লী, অস্থি, পেশী ইত্যাদি দেহের কঠিন অংশের পীড়া হইলে ক্যান্‌সারসো ঔষধ প্রয়োগ হয়। যখন পেশী অস্থি প্রভৃতি অংশ রস ও রক্তে গঠিত, তখন ক্যান্‌সারসো ঔষধে যে স্ক্রফলসো ও এঞ্জায়টিকো কার্য্য সন্নিবেশিত আছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। যকৃতের কার্য্য নিয়মিত করিবার ফেব্রিফিউগো ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে। যকৃতের উপরে ইহার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহাতে যে স্ক্রফলসো ও এঞ্জায়টিকোএর কার্য্য সন্নিবেশিত আছে তাহা সহজে অনুমান করা যায়। বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ শীঘ্র শীঘ্র দূর করিতে হইলে কেবলমাত্র সেবনীয় ঔষধের উপর নির্ভর করিলে সত্বর উহার নিবৃত্তি হয় না। এইজন্য আশু প্রতিকারের জন্য কয়েকটী ইলেক্ট্রিসিটি প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাদের কার্য্য অনেক স্থলে বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুত বলিয়াই ইহাদিগকে ইলেক্ট্রিসিটি বলে।

গ্রীষ্ম, হঠাৎ ঠাণ্ডালাগা বা অত্যন্ত শীতলজলে স্নান, ভয়, ক্লান্তি অনাহার, অপরিমিতাহার বা গুরুপাক দ্রব্য ব্যবহার, সুরা বা সুন্দরবায়ুচলাচলরহিত গৃহে বাস ইত্যাদি কারণে রক্তদোষ উপস্থিত হইয়া ওলাউঠা দেখা দেয়। পাকাশয়ের ও যন্ত্রের কার্য্যে বিশৃঙ্খলা অর্থাৎ বমনেচ্ছা, বমন, উকি উঠা এবং উদরাময় ইত্যাদি এই রোগের প্রথম লক্ষণ, যকৃৎ, পাকাশয় ও অন্যান্য উদরস্থ যন্ত্রের কার্য্যে ব্যাঘাত নিবন্ধন এই সকল উপসর্গ উপস্থিত হয়। এফ্১ যকৃতের ও এস্১ অন্যান্য দেহযন্ত্রের কার্য্যের নিয়ামক। এই জন্য এস্,জি (যাহা এফ্১ওএস্১এর সংমিশ্রণে প্রস্তুত) উলাউঠা চিকিৎসার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ওলাউঠা প্রবল হইলে দেহের অভ্যন্তরস্থ ঝিল্লী বিশেষ বিনষ্ট হইতে থাকে। এইজন্য সেই অবস্থায় এস্,জি, ও সি৫ এর ব্যবস্থা আছে। রক্তদোষে ওলাউঠা রোগ উপস্থিত হয়। কতকগুলি যন্ত্রের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না বলিয়া উহার ফলস্বরূপ প্রথমে সামান্য রক্তদোষ উপস্থিত হয়। এইজন্য এই অবস্থায় কেবল মাত্র এস্,জি, ব্যবস্থা করিলেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু যখন কালিমা নীলিমা, হিমাঙ্গ, নাড়ীহীনতা ইত্যাদি চিহ্নগভীর রক্তদোষ লক্ষণ প্রকাশ করিয়া দেয়, তখন অন্যান্য উপযুক্ত ঔষধের সহিত এও ব্যবস্থা করিতে হয়। ব্লু, রে, এস্,জির পটী সি৫ এর পটী ইত্যাদি যে সকল বাহ্য ঔষধের কথা লিখিত আছে সেই সকল ঔষধ উপরিউক্ত আভ্যন্তরিক ঔষধের সহায়তা করিবার জন্য প্রদত্ত হইয়াছে। উপরে যাহা লিখিত হইল তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, ওলাউঠা চিকিৎসার পক্ষে ইলেক্ট্রোহোমিওপ্যাথি যেরূপ উপযোগী অন্য কোনও চিকিৎসা সেরূপ নহে।

আমরা যে সমস্ত ওলাউঠা চিকিৎসার ফল দেখিয়াছি, তাহাতে

লেকট্রোহোমিওপাথি ঔষধের কার্য্যকারিতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। ওলাউঠার নিবারণ ও উহার প্রথম অবস্থার চিকিৎসার পক্ষে এস্‌জির ন্যায় মহৌষধ আমরা কখন দেখি নাই। আমাদের বিশ্বাস যে, যদি প্রথম ভেদ বা বমনের পর কয়েকটী এস্‌জি বটিকা এককালে সেবন করাইয়া উপযুক্ত চিকিৎসা আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে রোগীর মৃত্যু হয় না। উপযুক্ত সময়ে চিকিৎসা আরম্ভ হইলে রোগী যে কেবল শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য হয় তাহা নহে, উহার শীঘ্র সমাধান হয় এবং রোগ আরোগ্য হইবার কয়েক ঘণ্টা পরে কখন কখন দেহের অবস্থা এতদূর ভাল হয় যে, কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে রোগীর ওলাউঠা হইয়াছিল একথা আদৌ বিশ্বাস করিতে পারা যায় না।

অনেক ইলেক্ট্রোহোমিওপ্যাথি চিকিৎসক মফঃস্বলের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আমাদের পরামর্শমত চিকিৎসা করেন। ইহাদের মধ্যে অনেকে একবাক্যে স্বীকার করেন যে তাঁহারা ওলাউঠা রোগে ইলেক্ট্রোহোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় যে প্রকার ফল পাইয়াছেন, অন্য কোন চিকিৎসায় সেরূপ ফল দেখেন নাই।

যে সমস্ত ওলাউঠা রোগ আমরা ইলেক্ট্রোহোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহাদের বিবরণ দিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানির কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না। আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে এই পুস্তক লিখিত উপদেশমত যিনি একবার ওলাউঠার চিকিৎসা করিবেন, তিনি উক্ত রোগে কখন আর অন্য প্রকার চিকিৎসা করাইতে চাহিবেন না।

ওলাউঠা-চিকিৎসা।

ওলাউঠার নিদান।

ওলাউঠা রোগের বীজ এত সূক্ষ্ম যে উৎকৃষ্ট অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও উহা দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু উহার শক্তির কথা মনে করিলে হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয়। সূক্ষ্মতার সহিত তেজস্বিতার এইরূপ সুন্দর সমাবেশ দেখিয়াও অনেকে কেন যে ইলেক্ট্রো হোমিওপ্যাথি ঔষধের অতিসূক্ষ্ম অণুর ক্রিয়া বুঝেন না তাহা আমরা স্থির করিয়া উঠিতে পারি না। ওলাউঠার বীজ অতিশয় চঞ্চল এবং অনেক সময় স্বতঃ একস্থান হইতে অন্যস্থানে নীত হয়।

ঠিক কি মূল কারণে ওলাউঠার রোগ জন্মে তাহা অদ্যাপি স্থিরীকৃত হয় নাই। কিন্তু এই রোগ উপস্থিত হইলে যে বায়ুর অম্লযানাংশ সম্যক্‌রূপ ফুস্‌ফুস্‌ কন্দরস্থ রক্ত কর্ত্তৃক গৃহীত হয় না ও তজ্জন্য রক্তের কৃষ্ণবর্ণ কাটে না এবং উহাতে স্বাস্থ্যের অনুপযোগী ও দেহক্ষয়কর অঙ্গার (carbon) অধিক পরিমাণে থাকিয়া যায় ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। যে সকল প্রধান প্রধান কারণে রক্তদোষ জন্মে এবং যাহা অবধারণ করিতে পারিলে শীঘ্র রোগের প্রতীকার করিতে পারা যায় তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) গ্রীষ্মকালে ও গ্রীষ্মদেশ, (২) হঠাৎ অতিশয় শীতল বায়ু

সেবন বা অতিশয় শীতলজলে স্নান নিবন্ধন শীতাভিভূতি বা ঠাণ্ডালাগা, (৩) রাত্রিকাল, (৪) ভয় ও অন্যান্য বলহানিকর মনোবৃত্তি, (৫) অতিরিক্ত পরিশ্রম, (৬) উপবাস, (৭) সুরা সেবন, (৮) জান্তব খাদ্য পরিহার, (৯) গুরুপাকদ্রব্য ভোজন বা অতি ভোজন (১০) জনতাপূর্ণ বা উপযুক্ত বায়ু চলাচল রহিত গৃহে বাস, (১১) অপরিচ্ছন্নতা।

১ম। গ্রীষ্মকাল ও গ্রীষ্মদেশ। গ্রীষ্মকালে বায়ুর উত্তাপবৃদ্ধি পায়। পরীক্ষা দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে উত্তাপ বৃদ্ধি হইলে বায়ুস্থ অম্লযান উপযুক্ত পরিমাণে দেহের মধ্যে গৃহীত হয় না এবং অল্পে অল্পে রক্তদোষ উপস্থিত হইতে আরম্ভ হয়। এই জন্য সচরাচর গ্রীষ্মকালে ও গ্রীষ্মদেশে এই রোগের প্রাদুর্ভাব অধিক এবং শীত-কালে ও শীত প্রধানদেশে অল্প।

২য়। হঠাৎ অতিশয় শীতল বায়ু সেবন বা অতিশয় শীতল জলে স্নান নিবন্ধন শীতাভিভূতি। যেমন জলন্ত অঙ্গারে কয়েক বিন্দুজল প্রক্ষেপ করিলে উহার উত্তাপ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ অধিক গ্রীষ্মের সময় হঠাৎ অধিক শীতল বায়ু সেবন বা শীতলজলে স্নান করিলে দেহের উত্তাপ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায় এবং সেই উত্তাপের বৃদ্ধি নিবন্ধন বায়ুস্থ অম্লযান উপযুক্ত পরিমাণে দেহাভ্যন্তরে নীত হয় না এবং রক্তদোষ উপস্থিত হয়।

যাহাতে এককালে অধিক উষ্ণ বা শীতল বায়ুসেবন বা অধিক উষ্ণ বা শীতল জলে স্নান না হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

৩য়। রাত্রিকাল। সূর্য্যোত্তাপ বা পরিমিত পরিশ্রমের অভাবে বা যে কোন কারণেই হউক, রাত্রে নিদ্রাকালে দেহের

য়ে অন্নযান উপযুক্ত পরিমাণে নীত হয় না। সচরাচর রাত্রি
পর হইতে এইরূপ ঘটনা আরম্ভ হয় এবং উহা প্রায় রাত্রি
পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, স্বাভাবিক
গ্রীষ্মকালে রক্তদোষ উপস্থিত হয়। তাহার উপর রাত্রিতে
কারে রক্তদোষ স্বভাবতঃ জন্মে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য
াষের কারণ থাকিলে রোগ যে রাত্রে বা প্রাতঃকালে আবি-
হইবে তাহা আর বিচিত্র কি? উপরিউক্ত কারণে ওলাউঠা
কস্থলে রাত্রে বা প্রাতঃকালে দেখা দেয়।

৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ। ভয় বা অন্যান্য তেজোহানিকর মনোবৃত্তি,
অপরিমিত পরিশ্রম, উপবাস ও সুরাসেবন। পরীক্ষা দ্বারা জানা
যায় যে উপরি উক্ত কারণে রক্তদোষ উপস্থিত হয়। যখন সৈন্য-
গণ অনেকদূর গমন করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং উপযুক্ত সময়ে
ও উপযুক্ত পরিমাণে আহারাদি করিতে না পায় তখন তাহাদিগের
উপর এই রোগের আক্রমণ দৃষ্ট হয়। দরিদ্র লোকেরা অতিরিক্ত
পরিশ্রম করে এবং উপযুক্ত খাদ্য পায় না। এইজন্য তাহাদের
উপর ওলাউঠার প্রকোপ অধিক। অধিক রাগ বা মনে
ওলাউঠার ভয় সঞ্চার হইলে এবং নিয়মিত বা অনিয়মিত মদ্যপান
করিলে ও এইরোগ উপস্থিত হয়। এইজন্য যতদূর সম্ভব যত্ন করিয়া
এই সকল কারণ পরিহার করা কর্ত্তব্য। নিকটে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব
হইলে ভীত হওয়া উচিত নহে। কেননা ভীত হইলে মনের তেজ
কমিয়া গিয়া রক্তদোষ উপস্থিত হয়। হঠাৎ ক্রুদ্ধ বা বিমর্ষ হইলে ও
রক্তদোষ ঘটে। সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্তে থাকা উচিত এবং মঙ্গলময়
পরমেশ্বরের সমস্ত বিধান মঙ্গলময় এবং মনুষ্য নিজকৃত কর্ম্মের
ফলভোগ করে এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া থাকা উচিত।

৮ম। জান্তব খাদ্য পরিহার। জান্তব খাদ্য বলিলে যে জন্তুর মাংস ও দুগ্ধ আমরা ব্যবহার করি তাহা বুঝায়। প্রধান দেশে মাংস একটী প্রধান খাদ্য। যাঁহারা এই অভ্যস্ত তাঁহারা ওলাউঠার প্রাদুর্ভাবের সময় বা পূর্ব্বে উহা প করিলে রক্তদোষ উপস্থিত হইয়া শীঘ্র রোগাক্রান্ত হইবার সম্ভ আমাদের দেশে মাংস ব্যবহার অনেকস্থলে কোষ্ঠকাঠিন্য, উত্তেজনা ইত্যাদি রোগ উপস্থিত হয় বলিয়া মাংস ব্যবহার ত নাই। কিন্তু দুগ্ধ, ঘৃত ও মৎস্যের বহুল ব্যবহার আছে। ও উঠা, হাম, বসন্ত ইত্যাদি সংক্রামক রোগ নিবারণ করিবার প দুগ্ধ মহোপকারী। পূর্ব্বে আমাদের দেশে দুগ্ধ মহার্ঘ ছিল না এবং লোকে স্বচ্ছন্দে উহা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করিতে পাইত বলিয়া আজকাল এই সকল রোগের যত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তখন এত প্রাদুর্ভাব ছিল না। উদরের পীড়া হইলে শীতল দুগ্ধ ব্যবহার করা ভাল। ঘৃত অপক্কাবস্থায় ব্যবহার করিলে অনেকে উহা সহ্য করিতে পারে না। নদীর বা পুষ্করিণীর সদ্যোধৃত মৎস ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। শীতপ্রধানদেশে মাংস ব্যবহারে দেহের যেরূপ সাহায্য হয় আমাদের দেশে চাউল, ডাউল, গম ইত্যাদি শস্য ও উহার সঙ্গে সঙ্গে দুগ্ধ, মৎস্য ও ঘৃত ব্যবহারে সেইরূপ সাহায্য হয় অথচ মাংস ব্যাবহারে শরীরের যে সকল অনিষ্ট হয় উপরিউক্ত খাদ্য দ্রব্য ব্যবহারে তাহা হয় না।

৯ম। গুরুপাক দ্রব্যভোজন বা অতি ভোজন। যে সকল দ্রব্য সহজে জীর্ণ হয় না সেই সকল দ্রব্য ভোজন এবং অতিরিক্ত ভোজন করিলে পরিপাক শক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে ও দেহ মধ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চার হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে রক্তদোষ উপস্থিত হয়।

জন্য সকলেই, বিশেষতঃ যাহাদের পরিপাকশক্তি স্বভাবতঃ স্তেজ, তাহাদিগের সর্ব্বদা গুরুপাক দ্রব্য বা অতি ভোজন পরিহার রা কর্ত্তব্য।

১০ম। জনতাপূর্ণ বা বায়ুচলাচলরহিত গৃহে বাস। এক গৃহে অনেক লোক থাকিলে বা উহাতে ভাল বায়ুচলাচল না থাকিলে তত্রত্য বায়ু উহাদের শ্বাস প্রক্ষিপ্ত অঙ্গার সম্পর্কে ষিত হইয়া পড়ে, এবং উক্ত বায়ুতে অম্লযানের ভাগ অল্প থাকে লিয়া উহা দেহাভ্যন্তরে নীত হইলে রক্তদোষ উপস্থিত হয়। র্দ্র গৃহে বাস উচিত নহে। কেন না আর্দ্রস্থানে ওলাউঠার জের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

১১শ। অপরিচ্ছন্নতা।—ফুস্‌ফুসের দ্বারা যেমন বায়ুর অম্ল- নাংশ গৃহীত ও অঙ্গার পরিত্যক্ত হয়, সেইরূপ আমাদের লোম- প দ্বারা বহিস্থ বায়ুর অম্লযানাংশ গৃহীত ও অঙ্গার পরিত্যক্ত হয়। ন্তু গাত্রে মল সঞ্চিত হইলে লোমকূপগুলি আবদ্ধ হইয়া পড়ে, বং ইহার ভিতর দিয়া বায়ুর ভাল গতায়াত হয় না বলিয়া ক্তদোষ উপস্থিত হয়। এতদ্ভিন্ন লোমকূপ আবদ্ধ থাকিলে ঘর্ম্ম ঃসরণ হয় না এবং তজ্জন্য শরীরের অনিষ্ট উপস্থিত হয়। পরিউক্ত কারণে যাহাতে গাত্র সর্ব্বদা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন কে তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

যে সময়, বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে, যখন হাম, বসন্ত, ওলাউঠা ইত্যাদি সংক্রামক রোগ হইবার সম্ভাবনা, সে সময় সর্ব্বপ্রকার বিরে- চক ঔষধ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। এই সময় বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করিলে অধিক মলত্যাগ নিবন্ধন শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং অন্যান্য কারণ উপস্থিত থাকিলে ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইতে হয়।

যে সকল ওলাউঠার প্রধান প্রধান কারণ নির্দ্দিষ্ট হ সেই সকল কারণের বা উহাদের কতকগুলির একত্র প্রবলভা সমাবেশ হইলে ওলাউঠা দেখা দেয়।

ওলাউঠা সংক্রমণ।

কি করিয়া ওলাউঠা রোগ সংক্রমিত হয় তাহা বুঝিতে গে প্রথমে ওলাউঠার বীজের শক্তি, মাত্রা ও শরীরের অবস্থা জ আবশ্যক।

ওলাউঠার বীজের শক্তি।—যদি অনেক গুলি ওলাউ রোগাক্রান্ত ও কয়েকজন সুস্থ ব্যক্তিকে একটী ক্ষুদ্র ও বায়ু চলা রহিত গৃহে রাখা হয়, তাহা হইলে অল্প কালের মধ্যে তত্রত্য বায়ু অধিক পরিমাণে ওলাউঠার বীজের শক্তি সঞ্চার হইয়া উক্ত গৃহি সুস্থব্যক্তিদিগকে আক্রমণ করে। কিন্তু এই সকল সুস্থব্যক্তিরা তাহাদের ধাতুগত দোষ, সেই সময়ের শরীরের অবস্থা, অনুপ খাদ্য ও নিবারক ঔষধের অপব্যবহার নিবন্ধন রোগের উপযোগী হয় তাহা হইলে রোগ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে পক্ষান্তরে যদি উপরিউক্ত সুস্থব্যক্তিদিগকে উক্ত ক্ষুদ্র গৃহ হ লইয়া অপর একটি বৃহৎ ও সুন্দর বায়ু চলাচলবিশিষ্ট গৃহে রা হয় এবং উহাদের সঙ্গে একজন মাত্র ওলাউঠা রোগী থাকে, তা হইলে রোগের বীজের শক্তি কমিয়া যায়, এবং রোগ হইবার সম্ভাব থাকে না। উপরে যাহা লিখিত হইল তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়ম হইবে যে ওলাউঠার বীজের শক্তি যতই বর্দ্ধিত হয় ততই রো

কতর সংক্রামক হইয়া উঠে এবং উহার শক্তি যতই নিস্তেজ
া পড়ে, রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা ততই কম হইয়া আইসে।
রিউক্ত কারণে যখন ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হয়, তখন যাহাতে
মধ্যে বায়ু সুন্দররূপে চলাচল করে এবং প্রত্যহ উহার তলদেশ
রিষ্কৃত ও ধৌত হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

বীজের মাত্রা।—যেমন বীজের শক্তি বৃদ্ধি পাইলে উহার
মাত্রায় রোগ জন্মে, সেইরূপ উহার শক্তি কমিয়া আসিলে উহার
ক মাত্রায় রোগ জন্মাইবার সম্ভাবনা। এইজন্য যে গৃহে ওলা-
র বীজ নিহিত থাকে তাহা বৃহৎ ও সুন্দর বায়ু চলাচল বিশিষ্ট
লেও সেখানে অধিকক্ষণ থাকিলে ও অন্যান্য কারণে দেহ
াগের উপযোগী হইলে পীড়া হইবার সম্ভাবনা। উপরিউক্ত
রণে ওলাউঠা রোগীর শুশ্রূষা করিবার ভার একজন লোকের
র ন্যস্ত না করিয়া পর্য্যায়ক্রমে কয়েক ঘণ্টা করিয়া দুই বা
াধিক লোকের উপর ন্যস্ত করা কর্ত্তব্য। এইরূপ করিলে
জন লোকের সমস্ত সময় ওলাউঠা রোগীর নিকট থাকিয়া
ত বায়ু নিয়ত সেবন করিতে হয় না এবং রোগ হইবার
বনা কমিয়া আইসে।

শরীরের অবস্থা।—যে সময়ে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হয়,
তখন দেখা যায় যে কতকগুলি লোকের ধাতু এইরূপ, যে কোন
বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে তাহারা সহজেই পীড়িত হইয়া পড়ে।
কিন্তু অপর কতকগুলি লোকের ধাতু ভিন্ন প্রকার। ওলাউঠা
দূষিত বায়ু সেবন ও অন্যান্য কারণ সত্ত্বেও তাহাদের এই পীড়া
হয় না। কিন্তু শরীরের অবস্থা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। আজ
যাহার স্বাস্থ্য লৌহ নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হইতেছে, হয়ত দুইদিন

পরে তাহা একবারে কাচ অপেক্ষা অধিক ভঙ্গপ্রবণ হইতে
এইজন্য ওলাউঠা রোগ পরিহার করিবার জন্য কেবল মাত্র
উপব নির্ভর করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে।

ওলাউঠার সংক্রমণ পথ ও বিধি

নদী ও লোকের গমনাগমনের পথে এই রোগ সচরাচর
দেয়। নিম্ন এবং জলাভূমিতেও এ রোগের প্রাদুর্ভাব কম
কথন ইহা স্বতঃ এবং কথন বা মানবসম্পর্কে একস্থান
স্থানান্তরে নীত হয়। কোন দেশে বা নগরে ইহার প্রাদুর্ভাব
ইহার দূরব্যাপিনী শক্তি পরিলক্ষিত হয় এবং ঋতু রোগের
অনুকূল হইলে পীড়িত স্থানে কাহার এই রোগ এবং কাহ
উদরের পীড়া জন্মে।

ঔষধের নাম।

যে সকল ঔষধ সচরাচর ওলাউঠায় ব্যবহৃত হয় তাহাদের নামঃ—

S¹—এস ১ বা এণ্টিস্ক্রফলসো নং ১।

S.G—এস্‌জি বা এণ্টিস্ক্রফলসো জায়াপনি।

C⁵—সি৫ বা এণ্টিক্যানসারসো নং৫।

Ver¹—ভার ১ বা ভার্মিফিউগো নং১।

A³—এ ৩ বা এণ্টিএঞ্জায়টিকো নং৩।

W.E.-হোয়াইট ইলেক্ট্রিসিটি।

B.E.—ব্লু বা ব্লু ইলেক্ট্রিসিটি।

R.E.—রে বা রেড ইলেক্ট্রিসিটি।

যে সকল ঔষধ ওলাউঠায় কদাচ ব্যবহৃত হয় তাহাদের নামঃ—

S⁵—এস্ ৫ বা এণ্টিস্ক্রফলসো নং ৫।

F¹—এফ্ ১ বা ফেব্রিফিউগো নং ১।

F²— এফ্ ২ বা ফেব্রিফিউগো নং ২।

Lin.—লিন্ বা এণ্টিলিনফ্যাটিকো।

C¹—সি১ বা এণ্টিক্যানসারসো নং ১।

C⁶—সি৬ বা এণ্টিকানসারসো নং৬।

উপরিউক্ত ঔষধের গুণগ্রাম ম্যাটিতত্ত্ব ২০ হইতে ৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ঔষধ ব্যবহার।

ডাইলিউসন বা ক্রম। একটি নূতন বা পরিষ্কার ৬ আউন্স (৩ ছটাক) শিশি লইবে। উক্ত শিশিতে একটী বটিকা ফেলিয়া দিয়া উহাতে ৩।৪ ফোটা জল মিশ্রিত করিয়া শিশিটী নাড়িতে থাকিবে। বটিকাটী গলিয়া গেলে উহার সহিত ৬ আউন্স বা ৩ ছটাক পরিষ্কার পানীয় জল মিশ্রিত করিয়া লইবে। এইরূপ করিলে প্রথম ডাইলিউসন প্রস্তুত হইবে। উপরিউক্ত প্রকারে একটী বটিকা ৩ পোয়া বা ২৪ আউন্স জলে মিশ্রিত করিলে কোয়ার্ট ডাইলিউসন প্রস্তুত হয়। প্রথম ডাইলিউসনের শিশিটী নাড়িয়া উহা হইতে এক ড্রাম বা ৬০ ফোটা জল লইয়া অপর একটী শিশিতে ৬ আউন্স বা ৩ ছটাক পরিষ্কার পানীয় জলের সহিত পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দ্বিতীয় হইতে তৃতীয়, তৃতীয় হইতে চতুর্থ ও চতুর্থ হইতে পঞ্চম ডাইলিউসন প্রস্তুত করা যায়। ওলাউঠা চিকিৎসায় সচরাচর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ডাইলিউসন ব্যবহৃত হয়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ডাইলিউসনের আরক পাওয়া যায়। এই আরকের ২ ফোটা লইয়া ছয় আউন্স বা ৩ ছটাক জলে মিশ্রিত করিলে এককালে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ডাইলিউসন প্রস্তুত হয়।

মাত্রা। ওলাউঠা চিকিৎসায় ডাইলিউসন সেবনের মাত্রা এক ড্রাম বা ৬০ ফোটা ১০ বা ১৫ মিনিট অন্তর। রোগের প্রবলতা কমিয়া আসিলে অর্দ্ধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা অন্তর ঔষধ দেওয়া যাইতে পারে। অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিলে ২ ড্রাম ও এক ঘণ্টা অন্তর সেবন করিলে ৪ ড্রাম মাত্রা ব্যবহার করান উচিত। শিশুর বয়স ২ বৎসরের কম হইলে ২০ ফোটা মাত্রা দেওয়া কর্ত্তব্য।

শিশুর বয়স দুই বৎসরের অধিক ও ৫ বৎসরের কম হইলে ৩০ ফোটা মাত্রা দেওয়া যায়। শিশুর বয়স ৫ বৎসরের অধিক ও ১০ বৎসরের কম হইলে ১ ড্রাম বা ৬০ ফোটা দেওয়া যাইতে পারে। কোনও কারণে শিশুর ঔষধের মাত্রা বৃদ্ধি করা উচিত নহে। যে শিশু স্তনদুগ্ধ পান করে, চিকিৎসা কালে তাহাকে ও তাহার প্রসূতিকে ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপ অবস্থায় প্রসূতির স্বাস্থ্য যাহাতে সম্পূর্ণরূপে ভাল থাকে এইরূপ বিধান করা উচিত।

আরক হইতে ডাইলিউসন প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে আরকের শিশিটী এবং ডাইলিউসন সেবন করিবার পূর্ব্বে উহার শিশিটী ভাল করিয়া নাড়িয়া লওয়া আবশ্যক।

শুষ্ক বটিকা। ১০ বৎসরের অধিক বয়স হইলে এককালে ১০টী বটিকা জিহ্বার উপর রাখিয়া সেবন করান যাইতে পারে। বটিকাগুলি শিশি হইতে বাহির করিয়া জিহ্বার উপর ফেলিয়া দিবে। বটিকাগুলি আপনাআপনি গলিয়া যাইবে। বটিকাগুলি চর্ব্বন করা নিষেধ। যে শিশুর বয়স ৫ বৎসরের অধিক ও নয় বৎসরের কম তাহাকে এককালে ৬টী বটিকা সেবন করান যাইতে পারে। তদপেক্ষা অল্প বয়সের শিশুকে এককালে ৩টী বটিকার অধিক সেবন করিতে দেওয়া অনুচিত। পুস্তকে যেখানে ডাইলিউসনের বা বটিকার মাত্রা নির্দ্দিষ্ট আছে, সেখানে উহা যাহার বয়স ১০বৎসরের অধিক এইরূপ রোগীর জন্য কল্পিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই পুস্তকে অনেকস্থলে একঘণ্টা অন্তর ৩টী করিয়া সি৫এর বটিকা ব্যবহারের কথা লিখিত আছে। এইরূপ স্থলে শিশুর বয়স ১০ বৎসরের কম ও ৫ বৎসরের অধিক

হইলে ২টী বটিকা সি৫ একঘণ্টা অন্তর, এবং শিশুর বয়স ৫ বৎসরের কম হইলে একঘণ্টা অন্তর একটী করিয়া সি৫এর বটিকা দিতে হইবে।

একটী ঔষধ সেবন করিবার ৫ মিনিট পরে অপর একটী ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে।

রের পটী।—২০ ফোটা রে৩ আউন্স বা দেড় ছটাক পরিষ্কার জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া এবং এক খণ্ড পরিষ্কার কাপড় (চুপুক করিয়া) বা লিণ্ট ঔষধের জলে ভিজাইয়া লইয়া পাকাশয়ের উপর লাগাইবে। নাভির প্রায় দুই ইঞ্চি উচ্চে এবং বুকের কড়ার প্রায় দুই ইঞ্চি নিম্নে পাকাশয় অবস্থিত। পটীটী দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৪ ইঞ্চি হইলেই চলিবে।

এস্ জির পটী।—১০টী বটিকা এস্ জি ও ২০ ফোটা হো একত্র মিশ্রিত করিয়া উহা পুনরায় ৩ আউন্স জলের সহিত মিশ্রিত করিবে এবং একখণ্ড পরিষ্কার কাপড় (চুপুরু করিয়া) বা লিণ্ট ঔষধের জলে ভিজাইয়া লইয়া উর্দ্ধোদরে লাগাইবে। বক্ষোদেশের নিম্নে কড়া হইতে নাভিদেশ পর্য্যন্ত উর্দ্ধোদর। পটীটী প্রস্থে ও দৈর্ঘ্যে যথাক্রমে ৮ ইঞ্চি ও ৬ ইঞ্চি হওয়া উচিত অর্থাৎ পটীটি এত বড় হওয়া উচিত যাহাতে উহা কড়া হইতে নাভি পর্য্যন্ত সমস্ত উদরের উপর ব্যাপ্ত হয়।

সি৫এর পটী।—১০টী বটিকা সি৫, ২০ ফোটা হো ও ৬ আউন্স জল একত্র করিয়া মিশ্রিত করিবে এবং একখণ্ড পরিষ্কার কাপড় লইয়া (চুপুরু করিয়া) বা লিণ্ট ঔষধের জলে ভিজাইয়া লইয়া নিম্নোদরের উপর লাগাইবে। নাভির নিম্নদেশ হইতে জননেন্দ্রিয়ের মূলদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত উদরকে নিম্নোদর কহে।

ব্লু পটী।—২০ ফোটা ব্লু ৩ আউন্স জলে মিশ্রিত করিবে এবং একখণ্ড পরিষ্কার কাপড় (তুপুরু করিয়া) বা লিণ্ট ঔষধের জলে ভিজাইয়া হৃদয়ের উপর লাগাইবে। হৃদয় বামস্তনের নিম্নে অবস্থিত। এই স্থানে হাত দিলে হৃদয় স্পন্দন অনুভব করা যায়। পটীটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ প্রায় ৩ ইঞ্চি হইলে চলিবে। পটীটি এমন করিয়া বসাইবে যাহাতে উহার নিম্নভাগ স্তনের নিম্নভাগের উপর থাকে।

ঔষধের জলে কাপড় বা লিণ্ট ভিজাইবার সময় যে শিশিতে ঔষধের জল থাকে, সেই শিশিটী ভাল করিয়া নাড়িয়া লইতে হইবে। কাপড় খানি ভিজাইয়া উহা এরূপ করিয়া নিকড়াইয়া লইবে যাহাতে উহার গাত্রস্থিত জল নির্দ্দিষ্ট স্থানের উপর দিয়া বহিয়া অন্যত্র না পড়ে। পটীর কাপড় কিছু বড় হইলে বা ঔষধ নির্দ্দিষ্ট স্থান ব্যতীত অন্যস্থানে লাগিলে কিছুই ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

যখন দেখা যাইবে যে, পটীর জল শুকাইয়া গিয়াছে তখন ঔষধের শিশিটী নাড়িয়া উহা হইতে জল ফোটা ফোটা করিয়া পটীটির উপর ঢালিয়া দিবে।

মালিস।—সি৫এর মালিস—১০টী বটিকা সি৫ কয়েক ফোটা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া উহাদের সহিত এক আউন্স গ্লিসিরিণ মিশ্রিত করিবে। এই মালিস হস্তে করিয়া লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানের উপর ধীরে ধীরে লাগাইতে হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে এস্৫ ও এফ্২এর মালিস প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

পথ্যাদির নিয়মাবলী।

ওলাউঠার প্রাদুর্ভাবকালে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি ব্যবহার করা উচিত নহে।

১। ভাল করিয়া সিদ্ধ হয় নাই এইরূপ তরকারী, শাক, অরহর, মটর, মাসকলাই বা বুটের ডাল, বিলাতি কুমড়া, পোঁয়াজ, লসুন ও অন্যান্য গুরুপাক দ্রব্য।

২। অপক্ক বা অম্লস্বাদ বিশিষ্ট ফল ও অন্যান্য অম্লদ্রব্য।

৩। কাফি, চা ও সুরা।

৪। গরম মসলা, সির্কা ইত্যাদি।

৫। অধিক পরিমাণে কর্পূর, সোডাওয়াটার, বিরেচক ঔষধ এবং যে ঔষধ কোন চিকিৎসক ব্যবস্থা করেন নাই সেই ঔষধ।

৬। তামাক। অভ্যাস না থাকিলে উহা আদৌ ব্যবহার করা উচিত নহে। অভ্যাস থাকিলে অধিক পরিমাণে তামাক সাজিয়া বা চিবাইয়া খাওয়া নিষেধ।

অম্ল, কাফি ও অন্যান্য ঔষধ ব্যতীত যে যে দ্রব্যে অভ্যাস আছে এবং যাহা হঠাৎ ত্যাগ করিলে অসুখ হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল দ্রব্য অল্প পরিমাণে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

ওলাউঠার প্রাদুর্ভাবকালে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করা কর্ত্তব্য।

১। এইরূপ পরিধেয় ব্যবহার করা উচিত, যাহাতে শরীরে শীত বা গ্রীষ্মের জন্য কোন প্রকার কষ্ট উপস্থিত না হয়। মলিন বা ঘর্ম্মাক্ত পরিধেয় ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

২। যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে এরূপ করা উচিত।

৩। যে জল অধিক উষ্ণ বা শীতল নহে অর্থাৎ যাহা স্পর্শ করিলে গ্রীষ্মকালের বায়ুর ন্যায় স্নিগ্ধকর বলিয়া বোধ হয় এইরূপ জলে স্নান বিধি। স্নানের পক্ষে বৃহৎ পুষ্করিণীর বা নদীর নির্ম্মল জল প্রশস্ত।

৪। স্নান করিবার সময় যতক্ষণ গাত্র মার্জ্জনা করিতে লাগে অর্থাৎ প্রায় ৫০ মিনিট কাল জলে থাকা উচিত। জল হইতে উঠিয়া প্রথমে গামছা দিয়া গা মুছিয়া পরে একখানি শুষ্ক টোয়ালে বা কাপড় দিয়া গা মুছিয়া দেহ কাপড় দিয়া অন্ততঃ কিছুক্ষণ আবৃত করিয়া রাখা উচিত। প্রত্যহ স্নান করা ভাল। যাহাদের প্রত্যহ স্নান সহ্য হয় না তাহাদের অভ্যাসমত এক, দুই বা ততোধিক দিন অন্তর স্নান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু দেহের যে যে স্থানে প্রায়ই ঘর্ম্ম সঞ্চার হয় সেই সেই স্থান ও হস্তপদাদি প্রত্যহ ধৌত করা একান্ত আবশ্যক।

৫। সর্ব্বদা স্থির, উদ্যমশীল ও প্রসন্নচিত্ত থাকিবে এবং যাহাতে অন্যে ঐরূপ থাকে তাহা করিবে।

৬। পরিমিত পরিশ্রম করা উচিত। যাহাতে ক্লান্তি উপস্থিত হয় এরূপ কার্য্য করিবে না।

৭। ক্ষুধা সত্ত্বে উপবাস নিষিদ্ধ।

৮। খাদ্য দ্রব্যে শ্বেতসার বিশিষ্ট শস্য (যথা চাউল, গম, লঘুপাক ডাউল) ইত্যাদির পরিমাণ অধিক থাকা উচিত। সদ্যোধৃত মৎস্য, মাখন ও দুগ্ধ উপযুক্ত পরিমাণে ব্যবহার করা যাইতে পারে। যাঁহারা মাংস ব্যবহার করেন তাঁহারা লঘুপাক মাংস ব্যবহার করিবেন।

৯। যে দ্রব্য ব্যবহার করিলে অসুখ বোধ হয় তাহা ব্যবহার করিবে না। অরহর, মটর, খেঁসারি ও মাসকলাইয়ের ডাল, বিলাতি কুমড়া, কপি, যে সকল ফলে বা তরকারীতে ছিব্‌ড়া আছে, যথা আনারস, মূলা ইত্যাদি, পেঁয়াজ, রসুন, গুরুপাক শাক, ভাজা জিনিস যথা চালভাজা, কড়াইভাজা ইত্যাদি, গুরুপাক বা অধিক মশলাযুক্ত ব্যঞ্জন, শুষ্ক বা পচা মাংস ও মৎস্য, চিঙ্গড়ী, কাঁকড়া, এবং যে যে মাছের আঁইস বা ডানা নাই সেই সকল মাছ এবং অন্যান্য দ্রব্য যাহা সহজে জীর্ণ হয় না তাহা যত্ন পূর্ব্বক পরিহার করিবে।

১০। পরিমিত আহার করা উচিত। অতি ভোজন নিষেধ।

১১। খাদ্য ভাল করিয়া চিবাইয়া খাওয়া উচিত। যতদূর সম্ভব নিয়মিত সময়ে আহার করা ও নিদ্রা যাওয়া কর্ত্তব্য। অধিক রাত্রে ভোজন করা উচিত নহে।

১২। সর্ব্ব প্রকার সুরা পান পরিহার করা কর্ত্তব্য।

১৩। পানীয় জল শীতল ও নির্ম্মল হওয়া উচিত। নিকটে নির্ম্মল জল পাওয়া না গেলে জল গরম করিয়া লইয়া উহা বালি ও কয়লার ভিতর দিয়া চুয়াইয়া লইয়া শীতল করিয়া পান করিবে।

১৪। যাহাতে গৃহের মধ্যে বায়ু সুন্দররূপে চলাচল করে এরূপ করিতে হইবে। কিন্তু যাহাতে বায়ুর স্রোত গাত্রের উপর দিয়া প্রবাহিত না হয় তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

১৫। যে সকল ক্ষুদ্রগৃহ বহুজনপূর্ণ, সেই সকল ক্ষুদ্র গৃহে অধিকক্ষণ থাকিবে না।

১৬। যে গৃহে অধিক লোক থাকে সে গৃহে বা গৃহের তল-দেশে শয়ন করিবে না।

উপরে যে সকল নিয়ম লিখিত হইল, অভ্যাস ও ধাতু নিবন্ধন উহার অল্প পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হয়।

ওলাউঠা নিবারণ।

নিকটে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইলে উহার আক্রমণ নিবারণ করিবার জন্য সত্বর উপায় অবলম্বন করা উচিত। এই সময় নিম্নলিখিত প্রকারে ঔষধ ব্যবহার করিলে রোগ হইবার সম্ভাবনা নাই এবং যদি দৈবাৎ কখনও কোন অদৃষ্ট কারণে রোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে উহাতে কিছুমাত্র আশঙ্কার কারণ থাকে না।

এই রোগের প্রাদুর্ভাবকালে সকলেরই খাদ্যাদি সম্বন্ধে যে সকল নিয়মের কথা লিখিত হইয়াছে সেই সকল নিয়ম পালন এবং যে সকল কারণে রোগ উপস্থিত হয় তাহা পরিহার করা একান্ত কর্ত্তব্য। শরীরে কোনও প্রকার অসুখভাব থাকিলে নিম্নলিখিত প্রকারে ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

১০টী বটিকা এস্ জি এক বোতল পানীয় জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। মিশ্রিত করিবার পূর্ব্বে অগ্রে একটি পরিষ্কার বোতল লইয়া উহার ভিতর ৮। ১০ ফোটা জল ঢালিয়া দিবে। উক্ত জলে ১০টি এস্ জি বটিকা ফেলিয়া দিবে এবং বোতলটি ধীরে ধীরে নাড়িতে থাকিবে। যখন দেখিবে যে বটিকাগুলি বেশ গলিয়া গিয়াছে তখন বোতলটি জলপূর্ণ করিয়া ভাল করিয়া নাড়িয়া লইয়া উহার মুখ একটি নূতন বা পরিষ্কার ছিপি দিয়া আবদ্ধ করিবে। পরে এই বোতলটি যেখানে পানীয় জলের কুঁজা বা কলসী থাকে তাহার নিকট রাখিবে। কুঁজা, বা

কলসী হইতে পানার্থ জল লইবার পরে জলপাত্রটি নিকটে রাখিয়া উহার জলের সহিত বোতলটি নাড়িয়া উহা হইতে অৰ্দ্ধ আউন্স বা আধ ছটাক জল লইয়া উহা মিশ্রিত করিবে। প্রতিবার জল লইবার সময় এইরূপ করিবে। এইরূপ করিলে নিয়ত জলের সহিত এস্ জি সেবন নিবন্ধন কাহারও রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। ওলাউঠার প্রাচুর্ভাব কাল হইতে আরম্ভ করিয়া যে পর্য্যন্ত উহা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া না যায়, সে পর্যন্ত উক্ত প্রকারে এস্ জি ব্যবহার বিধি।

শরীরে কোন প্রকার অসুখভাব, দৌর্ব্বল্য, অল্প উদরাময় বা অজীর্ণ ভাব ইত্যাদি যে সকল উপসর্গ হইতে সচরাচর ওলাউঠার সূচনা দেখা যায়, সেই সকল উপসর্গ থাকিলে নিম্নলিখিত প্রকারে ঔষধ ব্যবহার বিধি।

১। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে এস্ জি মিশ্রিত জলপান।

২। নিম্নলিখিত প্রকারে চিকিৎসা।

(ক) প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি।—এস্ জি কোয়ার্ট ডাইলিউসন দিবসে ৫। ৬ বার প্রতিবার অৰ্দ্ধ আউন্স মাত্রায় এবং দিবসে ও রাত্রে ভোজনের পর ৪টি করিয়া এস্ জির বটিকা জিহ্বার উপর রাখিয়া সেবন। ডাইলিউসনাদি প্রস্তুত ও ব্যবহার করিবার নিয়ম পুস্তকের ৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। যাঁহারা কার্য্যানুরোধে নিয়ত বাটীতে থাকিতে পান না, তাঁহারা একটি ৩ আউন্স বা ৪ আউন্স শিশিতে ঔষধের ডাইলিউসন লইয়া জামার পকেটে রাখিতে পারেন এবং যে কোন সময়ে সহজে ঔষধ সেবন করিতে পারেন।

(খ) শিশু (৫ হইতে ১০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত)।—এস্ জি দ্বিতীয় ডাইলিউসন দিবসে ৫। ৬ বার দুই ড্রাম বা অৰ্দ্ধ কাঁচ্চা

মাত্রায় এবং দিবসে ও রাত্রে ভোজনের পর ৩টি করিয়া এস্‌ জি র বটিকা জিহ্বার উপর রাখিয়া সেবন। প্রাপ্তবয়স্ক এবং হিষ্টিরিয়া-রোগগ্রস্ত বা বায়ুপ্রধানধাতুবিশিষ্ট রোগীর পক্ষে ব্যবস্থা উক্ত প্রকার।

(গ) শিশু (২ হইতে ৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত)। এস্‌ জি তৃতীয় ডাইলিউসন, এক ড্রাম বা সিকি কাঁচ্চা (৬০ ফোটা) দিবসে ৫। ৬ বার এবং দিবাভাগে ও রাত্রিতে ভোজনের পর ২টি করিয়া এস্‌-জির বটিকা জিহ্বার উপর রাখিয়া সেবন।

(ঘ) শিশু (দুই বৎসরের অল্প বয়স)। একটি করিয়া এস্‌ জির বটিকা জিহ্বার উপর রাখিয়া সেবন দিবসে ৪ বার এবং শিশুর জননীকে এস্‌ জি কোয়ার্ট বা দ্বিতীয় ডাইলিউসন (বায়ু প্রধান ধাতু বিশিষ্ট হইলে) দিবসে ৫। ৬ বার অৰ্দ্ধ আউন্স বা এক কাঁচ্চা মাত্রায় এবং দিবাভাগে ও রাত্রে আহারের পর ৪টি বা ৩টি করিয়া এস্‌ জির বটিকা জিহ্বার উপর রাখিয়া সেবন।

ওলাউঠার চিকিৎসা।

ওলাউঠার চিকিৎসা করিতে হইলে কেমন করিয়া রোগীর পরিচর্য্যা করিতে হয়, ওলাউঠা রোগ কত প্রকার এবং কোন কোন প্রকারে কি কি উপসর্গ দেখা যায় ইত্যাদি বিষয় পূর্ব্বে জানা আবশ্যক। এই জন্য প্রথমে রোগীর পরিচর্য্যার নিয়ম এবং তৎপরে ওলাউঠার প্রকার ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিকিৎসা প্রদত্ত হইয়াছে।

পরিচর্য্যার নিয়ম।

১। রোগের সময় রোগীকে কেবল মাত্র শীতল জল পান করিতে দিবে।

২। বলবতী পিপাসা, আক্ষেপ, উদরে বেদনা, বমন ও হিমাঙ্গ উপস্থিত হইলে বরফ জল বা দুগ্ধ শর্করা মিশ্রিত জল এবং অধিক ভেদ না থাকিলে ডাবের জল মধ্যে মধ্যে ২ বা ৪ ড্রাম মাত্রায় দেওয়া যাইতে পারে।

৩। রোগীর নিয়ত শয্যায় শয়ন করিয়া থাকা কর্ত্তব্য এবং যেরূপ গাত্রবস্ত্রে রোগীর অসুখ বোধ না হয় সেইরূপ গাত্রবস্ত্র দেওয়া উচিত।

৪। রোগীর গৃহের দরজা খুলিয়া রাখা উচিত। শীত বোধ হইলে গৃহের মধ্যে অগ্নি রাখা আবশ্যক।

৫। রোগীর দেহের উপর দিয়া বায়ু চলাচল না করে এরূপ করা উচিত। রোগী যখন উঠিবে, তখন উহার গাত্র বস্ত্র দ্বার আবৃত করিবে এবং দরজা বন্ধ করিবে।

৬। রোগী যত না নড়ে, অর্থাৎ শয্যাত্যাগ করিয়া না উঠে ও চলিয়া যায়, ততই ভাল। অনেক সময় রোগীকে উঠিতে ন দিয়া তাহার নিকট একটী মলপাত্র (bed pan, সরা বা মালসা রাখিয়া উহাতে মল মূত্রাদি ত্যাগ করাইতে পারিলে ভাল হয়।

৭। যখন দেখা যাইবে যে রোগ আরোগ্য হইয়া আসিতেছে তখন রোগীকে জল বার্লির সহিত অল্প দুগ্ধ মিশ্রিত করিয় খাইতে দিবে।

ভেদলক্ষণ ওলাউঠা।

এই প্রকার ওলাউঠা রোগে ভেদলক্ষণটী প্রবল। প্রথমে সামান্য উদরাময় হয়, পরে দুর্ব্বলতা ও আলস্য বোধ হয়, পেটের ভিতর শব্দ হইতে থাকে এবং জিহ্বা সরস, পরিষ্কার বা অল্প মলযুক্ত হয় এবং উহা অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিলে অঙ্গুলিতে মলা লাগিয়া থাকে। উদরাময়ে প্রথমে স্বাভাবিক ও ভাল মল দৃষ্ট হয় কিন্তু অল্পক্ষণ পরে উক্ত মল অধিকতর তরল হইয়া পড়ে। কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিন পরে মল এতদূর তরল হইয়া আইসে যে উহা দেখিলে চাল ধোয়ানি জল বলিয়া বোধ হয়। মলে আম থাকে বলিয়া উহার বর্ণ শ্বেত হয়। মলত্যাগ করিবার পূর্ব্বে পেটের ভিতর কলকল শব্দ শ্রুত ও মলের গতি অনুভূত হয়, চক্ষুর চতুষ্পার্শ্বে কালিমা বা বিবর্ণ মুখশ্রী, জিহ্বা ও দন্তের শীতলতা, পেশীর দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণ নাড়ী প্রভৃতি উপসর্গ এবং কখন বা বমনেচ্ছা বা আক্ষেপ উপস্থিত হয়। বহুদিন উদরাময়ের উপযুক্ত চিকিৎসা না হইলে বমন উপস্থিত হইতে পারে।

এই প্রকার ওলাউঠা সামান্য রোগ হইলেও ইহা কোন ক্রমে তাচ্ছিল্য করা উচিত নহে। কেন না তাহা করিলে হঠাৎ ইহা অতি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে এবং প্রথমে বমন ও কষ্টকর আক্ষেপ এবং পরে হিমাঙ্গ উপস্থিত হইয়া রোগীর প্রাণ বিয়োগ হইতে পারে। এই প্রকার রোগে যতদিন মল অধিক তরল ও চাল ধোয়ানি জলের মত না হয়, ততদিন উহাকে উদরাময় বলা যাইতে পারে। কিন্তু অধিকতর তরল ও চাল ধোয়ানি জলের ন্যায় মলত্যাগ আরম্ভ হইলে উহাকে ওলাউঠা বলা যায়।

চিকিৎসা—এস্ জি এককালে ১০টী বটিকা জিহ্বার উপর রাখিয়া সেবন এবং ৫ মিনিট পরে এস্ জি দ্বিতীয় ডাইলিউন ১০ বা ১৫মিনিট অন্তর। আধঘণ্টা কাল এইরূপ চিকিৎসা হইলে সচরাচর রোগ আরোগ্য হইয়া যায়। অর্দ্ধঘণ্টা চিকিৎসা করিয়া বিশেষ উপকার না হইলে পুনরায় ১০টী বটিকা এস্ জি এককালে জিহ্বার উপর রাখিয়া সেবন, পাঁচ মিনিট পরে, এস্ জি ও সি৫ দ্বিতীয় ডাইলিউসন পর্য্যায়ক্রমে ১৫ মিনিট অন্তর ১ ড্রাম মাত্রার ও সমস্ত উদরের উপর এস্ জি র পটী ব্যবস্থা কবিতে হইবে। রোগী শ্লেষ্মা প্রধান ধাতু বিশিষ্ট (যাহার ঠাণ্ডা সহ্য হয় না) হইলে বা হঠাৎ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে পাকাশয়ের উপর রের পটী লাগাইলে উপকার হয়। কৃমি লক্ষণ অর্থাৎ বমন, বমনেচ্ছা বা গা বমি বমি, মুখে লালাতিশয্য বা লালানিঃসরণ, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ, পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও কোষ্টবদ্ধ, পাণ্ডুবর্ণ, নাসিকা বা গুহ্যদ্বার চুলকান ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে এস জি ও ভার পর্য্যায়ক্রমে দ্বিতীয় ডাইলিউসন ১৫ মিনিট অন্তর এক ড্রাম মাত্রায় এবং সমস্ত উদরের উপর এস্ জি র পটি ব্যবস্থা করা ভাল। হস্ত পদাদির আক্ষেপ উপস্থিত হইলে অধীর না হইয়া আক্ষেপযুক্ত স্থানে হস্ত বা ফ্লানেল দিয়া ধীরে ধীরে নিয়ত মর্দ্দন করা উচিত। ঔষধাদি ব্যবহারে নিয়ম এবং ওলাউঠাব ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ও উপসর্গের চিকিৎসা দেখ।

বমন লক্ষণ ওলাউঠা।

এই প্রকার ওলাউঠা রোগে বমনলক্ষণটী প্রবল। কিন্তু এই লক্ষণের সঙ্গে অন্যান্য লক্ষণ সচরাচর উপস্থিত হয়। প্রথমে যে বমন হয় তাহাতে ভুক্তদ্রব্য উঠিয়া যায়! প্রথমে উকি না হইয়া হঠাৎ ভুক্তদ্রব্য বেগে উঠিয়া যায়। কখন কখন বমন হইবার কিছু ক্ষণ পূর্ব্বে গা বমি বমি করে, উদরাময় থাকে না। কখন কখন প্রথমে এক বা দুইবার ভেদ হয়। মুত্রাল্পতা উপস্থিত হয়। এই প্রকার ওলাউঠা রোগ সচরাচর হয় না এবং ইহাতে বিশেষ একটা বিপদের আশঙ্কা নাই। যে সময়ে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হয় সে সময় জলীয় তরকারী ও অনান্য গুরুপাক দ্রব্য ব্যবহারে এই প্রকার ওলাউঠার সঞ্চার হয়।

চিকিৎসা—এককালে ১০টী বটিকা এস্ ও ৫ মিনিট পরে এস্ দ্বিতীয় ডাইলিউসন ১৫ মিনিট অন্তর এক ড্রাম মাত্রায়। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল এই প্রকার চিকিৎসা করিয়া বিশেষ উপকার না হইলে পুনরায় এককালে ১০টী বটিকা এস্ এবং এস্ দ্বিতীয় ডাইলিউসন ১৫ মিনিট অন্তর ১ ড্রাম মাত্রায় সেবন এবং রের পটী পাকাশয়ের উপর প্রয়োগ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। উপরিউক্ত চিকিৎসায় বিশেষ উপকার না হইলে এস্ জি দ্বিতীয় ডাইলিউসন ১৫ মিনিট অন্তর ১ ড্রাম মাত্রায় ও সমস্ত উদরের উপর (বক্ষো-দেশের নিম্নে কড়া হইতে জননেন্দ্রিয়ের মূল দেশ পর্য্যন্ত) এস্ জি র পটী। ঔষধাদি ব্যবহারের নিয়ম এবং ওলাউঠার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ও উপসর্গের চিকিৎসা দেখ।

আক্ষেপ লক্ষণ ওলাউঠা।

এই প্রকার ওলাউঠা রোগে পেশীর আক্ষেপ লক্ষণ প্রবল। প্রথমে হস্ত ও পদের অঙ্গুলিতে এবং তৎপরে পায়ের ডিমে, হস্ত ও পদের নিম্ন ও ঊর্দ্ধ ভাগে, বক্ষে, গলদেশে ও চোয়ালে আক্ষেপ (খেঁচুনি) উপস্থিত হয়।

সচরাচর বমনের পরে বক্ষে টান বা আক্ষেপ অনুভূত হয়। এই প্রকার ওলাউঠা রোগে সচরাচর অধিকবার ভেদ বা বমন হয় না। তাচ্ছিল্য করিয়া উদরাময়ের চিকিৎসা না করিলে বা হঠাৎ প্রচুর পরিমাণে বমন হইয়া এই রোগ উপস্থিত হয়।

কখন কখন এই রোগে প্রথমে পায়ের ডিমে ও তৎপরে সমস্ত পদে আক্ষেপ অনুভূত হয়। তাহার পর আক্ষেপ, উদর, পাকাশয় বক্ষ ও কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। নিম্নাঙ্গে জড় ও কঠিন ভাব ও ভয়ানক যন্ত্রণা, পাকাশয়ের কাঠিন্য ও স্ফীতি, চোয়ালের পেশীর আক্ষেপ, উহার সঙ্গে সঙ্গে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ, অবরুদ্ধ ঘর্ম্ম, শ্বাসরোধানুভব, গিলিতে কষ্ট ইত্যাদি উপসর্গ আবির্ভূত হয় কিয়ৎক্ষণ পরে আক্ষেপ নিবৃত্ত হয়, যন্ত্রণা অনুভূত হয় না, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় আক্ষেপ ও যন্ত্রণা পূর্ব্বের ন্যায় বেগে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

চিকিৎসা—এককালে ১০টী বটিকা এস্ ও ৫ মিনিট পরে এস্ দ্বিতীয় ডাইলিউসন ১৫ মিনিট অন্তর ১ ড্রাম মাত্রায় সেবন এবং পাকাশয়ের উপর রে র পটী ও আক্ষেপযুক্ত স্থানে হস্ত বা ফ্লানেল দিয়া মর্দ্দন। অর্দ্ধঘণ্টা চিকিৎসার পর বিশেষ উপকার না হইলে পুনরায় এস্ ১০ টী বটিকা জিহ্বার উপর ও এস্ এও দ্বিতীয়

ডাইলিউসন পর্য্যায়ক্রমে ১৫ মিনিট অন্তর ১ ড্রাম মাত্রায় এবং আক্ষেপযুক্ত স্থানের উপর হস্ত বা ফ্লানেল দিয়া মর্দ্দন। ক্রমি লক্ষণ থাকিলে এ৩ এর দ্বিতীয় ডাইলিউসনের পরিবর্ত্তে ভার দ্বিতীয় ডাইলিউসন ব্যবহার্য্য। ঔষধাদি ব্যবহার করিবার নিয়ম এবং ওলাউঠার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ও উপসর্গের চিকিৎসা দেখ।

শুষ্ক ওলাউঠা।

এই প্রকার ওলাউঠা রোগে ভেদ বা বমন কিছুই হয় না। এই রোগে আক্রান্ত হইলে কখন কখন রোগীর অঙ্গুলির অগ্রভাগে ও অন্যান্য কতিপয় স্থানে কৃষ্ণ বর্ণ দৃষ্ট হয় কিন্তু অধিক দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয় না। এই রোগ প্রবল হইলে হঠাৎ বলহানি ও অবসন্ন ভাব উপস্থিত হয়। মুত্রাবরোধ, কৃষ্ণ বা নীলবর্ণ জিহ্বা, ঊর্দ্ধ ও স্থির নেত্র, হিমাঙ্গ, ঘর্ম্ম, নীলাভ মুখ ও হস্তপদ, নাড়ী ও স্বরলোপ ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়।

চিকিৎসা—রোগ প্রবল না হইলে এককালে ১০টী বটিকা এস্ জিহ্বার উপর রাখিয়া সেবন। ৫ মিনিট পরে এস্ ও এ৩ দ্বিতীয় ডাইলিউসন পর্য্যায়ক্রমে ১০ মিনিট অন্তর ১ড্রাম মাত্রায় সেবনীয়।

উ রোগ প্রবল হইলে এককালে ১০টি বটিকা এস্১ জিহ্বার উপর রাখিয়া সেবন। ৫ মিনিট পরে এ৩ ও এস্জি দ্বিতীয় ডাইলিউসন ১০ মিনিট অন্তর এবং অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর ৩টী করিয়া সি৫ এর বটিকা জিহ্বার উপর রাখিয়া সেবন এবং হৃদয়ে ও মস্তকে

ব্লু প্রয়োগ ১০ ফোটা ব্লু ৩ আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া উহার পটী হৃদয়ের উপর নিয়ত এবং মস্তকের মধ্যস্থলে একঘণ্টা অন্তর ৫।৬ ফোটা ব্লু ঢালিয়া দেওয়া)। মূত্রাবরোধ দূর করিবার জন্য এস্ ১ বা সি৫ এর পটী মূত্রাশয়ের উপর দেওয়া কর্ত্তব্য। ঔষধাদি ব্যবহারের নিয়ম এবং ওলাউঠার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও উপসর্গের চিকিৎসা দেখ।

তীব্র ওলাউঠা।

এই প্রকার ওলাউঠা রোগে প্রথমে স্নায়ুকেন্দ্রগুলি পীড়িত হইয়া পড়ে, কিন্তু পরে অনান্য লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই সকল উপসর্গের দমন না হইলে চৈতন্য লোপ ও অবশেষে মৃত্যু ঘটে।

রোগীর অবশভাব, মস্তকে ভারবোধ বা ঘূর্ণন, কষ্টকর শ্বাস এবং হস্তপদের জড়ভাব উপস্থিত হয়। নিম্নোদরের ভিতর শব্দ, গাত্রোত্তাপ, ক্ষীণ ও বেগবতী নাড়ী, বমনেচ্ছা, উকিউঠা বা বমন, পিত্তমিশ্রিত বা জলবৎ ভেদ, মূত্রাবরোধ, পীতাভ মুখ এবং চক্ষুর চতুষ্পার্শ্বে নীলিমা, অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য, প্রথমে হস্তের উপরের নিম্নভাগে ও পরে ঊর্দ্ধভাগে আক্ষেপ ও তৎপশ্চা হস্তপদের কালিমা ও শীতলতা, চক্ষু ঘোলা ও বসা ইত্যাদি লক্ষ প্রকাশ পায়। রোগের শেষ অবস্থায় ভেদ ও বমন বন্ধ হই যায় এবং শীতল ঘর্ম্ম, নাড়ীত্যাগ ও হিমাঙ্গ ইত্যাদি অবসাদে লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

চিকিৎসা—এককালে ১০টি বটিকা এস্ জি জিহ্বার উপ ৫ মিনিট পরে এস্ জি দ্বিতীয় ডাইলিউসন ১ ড্রাম মাত্রা

১৫ মিনিট অন্তর সেবন। ইহাতে উপকার না হইলে এককালে পুনরায় ১০টী বটিকা এস্‌ জি ও ৫ মিনিট পরে এস্‌ জি ও এ৩ তৃতীয় ডাইলিউসন ও অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর ১টী করিয়া সি৫ এর বটিকা, সমস্ত উদরের উপর (বক্ষোদেশের নিম্নে কড়া হইতে জননেন্দ্রিয়ের মূলদেশ পর্য্যন্ত) এস্‌ জির পটী। ঔষধাদি ব্যবহারের নিয়ম এবং ওলাউঠার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ও উপসর্গের চিকিৎসা দেখ।

ভেদ বমন লক্ষণ ওলাউঠা।

এই প্রকার ওলাউঠা রোগে ভেদ ও বমন এই দুইটি লক্ষণ একত্র দেখা দেয় এবং একত্র সমভাবে প্রবলতা প্রাপ্ত হয়। ভেদ ও বমন প্রথমে ঘন, কিছুক্ষণ পরে জলবৎ এবং অবশেষে চালধোয়ানি জলের ন্যায় হয়। উপরিউক্ত উপসর্গগুলির সঙ্গে সঙ্গে হস্ত-পদের আক্ষেপ, হিমাঙ্গ এবং অন্যান্য অবসাদের লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে।

চিকিৎসা—এককালে ১০টী বটিকা এস্‌জি জিহ্বার উপর রাখিয়া এবং ৫ মিনিট পরে এস্‌ জি দ্বিতীয় ডাইলিউন ১ড্রাম মিনিট অন্তর এবং উদরের মধ্যস্থলে পাকাশয়ের উপর রের লাগান আবশ্যক। অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল উপরি উক্ত চিকিৎসায় গর না হইলে এস্‌ জি ১০টী বটিকা জিহ্বার উপর রাখিয়া ন এবং এস্‌জি ও সি৫ তৃতীয় ডাইলিউসন ১৫ মিনিট অন্তর াম মাত্রায় এবং সমস্ত উদরের উপর এস্‌জি ও সি৫এর পটী াস্‌ জির পটী বক্ষোদেশের নিম্ন হইতে নাভিদেশ এবং সি৫এর

পটী নাভিদেশ হইতে জননেন্দ্রিয়ের মূল পর্য্যন্ত) নিয়ত। ঔষধাদির ব্যবহারের নিয়ম এবং ওলাউঠার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ও উপসর্গের চিকিৎসা দেখ।

আমাশয় লক্ষণ ওলাউঠা।

এই প্রকার ওলাউঠা রোগে প্রথমে ভেদ লক্ষণ দেখা দেয়। কিন্তু পরে উক্ত লক্ষণ আমাশয়ে পরিণত হয়। প্রথমে অধিক পরিমাণে জলবৎ এবং পরে চাল ধোয়ানী জলের ন্যায় ভেদ হয়। ইহার পর ভেদের পরিমাণ কমিয়া আইসে, কিন্তু উহার সঙ্গে আম এবং পরে রক্ত দেখা দেয়। কখন কখন রোগের প্রারম্ভে এবং কখন বা রোগের দ্বিতীয়াবস্থার পরে আক্ষেপ উপস্থিত হয়।

চিকিৎসা—এস্ জি ১০ টী বটিকা জিহ্বার উপর রাখিয়া এবং ৫মিনিট পরে এস্ জি দ্বিতীয় ডাইলিউসন ১ড্রাম মাত্রায় ১৫ মিনিট অন্তর। ইহাতে উপকার না হইলে বা দ্বিতীয় অবস্থার উপসর্গ যথা চাউল ধোয়ানি জলের ন্যায় ভেদ ও উহাতে আম ও রক্ত মিশ্রিত থাকিলে পুনরায় এককালে ১০টী বটিকা এস জি, ৫ মিনিট পরে এস্ জি ও এ৩ তৃতীয় ডাইলিউসন ১৫ মিনিট অন্তর এবং অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর ১টী করিয়া সি৫ এর ব
এবং সমস্ত উর্দ্ধোদরের উপর এস্ জির পটী ও নিম্নোদরের
সি৫এর পটী দেওয়া আবশ্যক। ঔষধাদি ব্যবহারের নি
এবং ওলাউঠার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ও উপসর্গের চিকিৎসা দেখ।

সজ্বর ওলাউঠা।

এই প্রকার ওলাউঠা রোগে জলবৎ বা চালধোয়ানি জলের ন্যায় ভেদ অথবা বমনেচ্ছা, বমন ও আক্ষেপের সহিত জ্বর দেখা দেয়। জ্বরে গাত্রোত্তাপ ৯৮.৪ ডিগ্রীর উপর হয়। কিন্তু হস্ত-পদতল সচরাচর শীতল থাকে। কটি, উরু, হস্ত ও পদ এবং উদরে বেদনা অনুভূত হয় এবং চক্ষু, জিহ্বা বা অঙ্গুলির আরক্ত ভাব দৃষ্ট হয়।

চিকিৎসা—এককালে ১০টী বটিকা এস্ জি জিহ্বার উপর রাখিয়া সেবন ও ৫ মিনিট পরে এস্ জি ও এ৩ দ্বিতীয় ডাইলিউসন পর্য্যায়ক্রমে ১৫ মিনিট অন্তর ও সমস্ত উদরের উপর এস্ জির পটি। রোগ অধিক প্রবল হইলে অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর ১টী করিয়া সি৫ এব বটিকা এবং নিম্নোদরের উপব সি ৫এর পটী এবং উর্দ্ধোদরের উপর এস্ জির পটি উপরিউক্ত চিকিৎসার সহিত ব্যবস্থা করা উচিত। ঔষধাদি ব্যবহারের নিয়ম এবং ওলাউঠার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ও উপসর্গের চিকিৎসা দেখ।

উপরে যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ওলাউঠা রোগের কথা লিখিত ল, চিকিৎসাকালে তাহাদের প্রকার জানা না থাকিলেও বল মাত্র উপসর্গ দেখিয়া চিকিৎসা করা যাইতে পারে। কিন্তু াগের প্রকার জানা না থাকিলে যে সকল উপসর্গ প্রচ্ছন্নভাবে কে তাহা এবং কি প্রকারে রোগের আরম্ভ, বৃদ্ধি ও শেষ হয় হা জানা যায় না। সুতরাং চিকিৎসায় সকল সময় শুভফল্

পাওয়া যায় না। এইজন্য চিকিৎসাকালে বর্ত্তমান উপসর্গের উপর যেমন লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য, ভূত ও ভাবী উপসর্গের উপরও সেইরূপ লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক।

ওলাউঠার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার চিকিৎসা।

সচরাচর ওলাউঠার চারিটী অবস্থা। (১) আরম্ভ, (২) বৃদ্ধি, (৩) অবসাদ, (৪) প্রতিক্রিয়া।

(১) আরম্ভ।

ভেদলক্ষণ ওলাউঠার আরম্ভকাল সচরাচর অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় বা কখন একঘণ্টা হইতে কয়েকদিন পর্য্যন্ত থাকে। ভেদ জলবৎ ও শ্বেতবর্ণ থাকিলে উহা প্রচুর পরিমাণে হয় না। বমন-লক্ষণ ওলাউঠার ক্ষণস্থায়ী বমনেচ্ছা বা কয়েকবার পাতলা ভেদ রোগের প্রথমাবস্থা সূচনা করিয়া দেয়। আক্ষেপ লক্ষণ ওলাউঠায় উদরাময় বা কয়েকবার বমন, তীব্র ওলাউঠায় শিরোঘূর্ণন এবং ভেদ বমন লক্ষণ ওলাউঠায় বমনেচ্ছা প্রথমাবস্থায় প্রকাশ পায়।

ওলাউঠার প্রাদুর্ভাবকালে উপরিউক্ত উপসর্গ গুলি ওলাউ মূলকারণ হইতেই উপস্থিত হয়। এই উপসর্গগুলি কখন সহ তিরোহিত হয় এবং কখন বা প্রবলতর উপসর্গ আনয়ন ক সচরাচর এস্ জি অথবা এস্ ১০টী শুষ্ক বটিকা ও এস্ জি দ্বি ডাইলিউসন ১৫ মিনিট অন্তর ১ ড্রাম মাত্রায় ব্যবহার করিলে সকল উপসর্গ অন্তর্হিত হয়।

(২) বৃদ্ধি।

ভেদলক্ষণ ওলাউঠায় বারম্বার প্রচুর চাল ধোয়ানি জলের ন্যায় ভেদ, বমন লক্ষণ ওলাউঠায় চাল ধোয়ানি জলের ন্যায় পদার্থ বমন, আক্ষেপ লক্ষণ ওলাউঠায় অত্যন্ত কষ্টকর আক্ষেপ, তীব্র ওলাউঠায় চক্ষুর নিম্নে কালিমা, বমন, পেটের ভিতর শব্দ ও তরল মল, ভেদ বমন লক্ষণ ওলাউঠায় প্রচুর বমন ও ভেদ এবং আমাশয় লক্ষণ ওলাউঠায় উদরে বেদনা, জলবৎ, চাল ধোয়ানি জলের ন্যায় আম-সংযুক্ত বা আমরক্ত সংযুক্ত ভেদ বৃদ্ধি সূচনা করে।

এই অবস্থা হইতে হয় উন্নতি, নয় অবসাদ উপস্থিত হইতে পারে। এই অবস্থায় ঔষধ এস্‌ জি বা এস্‌ ১০টী বটিকা জিহ্বার উপর, এস্‌ জি দ্বিতীয় ডাইলিউসন ও সিঃ দ্বিতীয় ডাইলিউসন পর্য্যায়ক্রমে ১৫ মিনিট অন্তর ১ ড্রাম মাত্রায়, পাকাশয়ের উপর রের পটী অথবা সমস্ত উদরের উপর এস্‌ জি ব পটী।

(৩) অবসাদ।

সর্ব্বপ্রকার ওলাউঠার অবসাদাবস্থা প্রায় এক প্রকার। এই অবস্থায় নাড়ীত্যাগ, হিম, নীলবর্ণ ও আকুঞ্চিত চর্ম্ম, মুখ চিন্তাযুক্ত ও কোটর প্রবিষ্ট চক্ষু, নিশ্চল দৃষ্টি, স্বর অস্ফুট ও অত্যন্ত মূত্র মলাদির অবরোধ ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়।

ই অবস্থা সচরাচর দুই ঘণ্টা কাল হইতে দুই দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হা হইতে হয় উন্নতি, নয় মৃত্যু, নয় কোন প্রদাহবিশিষ্ট রোগ -বিকার উপস্থিত হইতে পারে। সচরাচর তৃতীয়াবস্থায় খন কখন চতুর্থাবস্থায় মৃত্যু হয়। দেহে নাড়ী ও উত্তাপের,

সঞ্চার হইলে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় ভেদ ও বমন উপস্থিত হইলেও লক্ষণ মন্দ নহে। কিন্তু কথন কথন এরূপ অবস্থায়ও মৃত্যু ঘটে।

অবসাদাবস্থায় এককালে ১০টী বটিকা এস্‌জি, এস্‌জি তৃতীয় ডাইলিউসন ও এ৩ তৃতীয় ডাইলিউসন পর্য্যায়ক্রমে একড্রাম মাত্রায় ১০ মিনিট অন্তর, ৩টী বটিকা সি ৫ জিহ্বার উপর একঘণ্টা অন্তর, ব্লু র পটী হৃদয়ের উপর এবং মাথার খুলির উপর ৫।৬ ফোটা ব্লু উৰ্দ্ধোদরের উপর এস্‌জি র পটী ও নিম্নোদরের উপর সি ৫ এর পটী ব্যবস্থেয়।

(৪) প্রতিক্রিয়া।

প্রতিক্রিয়াবস্থায় যে সকল রোগ জন্মে তাহাতে রক্ত সঞ্চয়, প্রদাহ বা জ্বর লক্ষিত হয়। এই সকল রোগে এস্‌জি ও এ ৩ দ্বিতীয় বা তৃতীয় ডাইলিউসন, ৩টী বটিকা সি৫ দিবসে ৩ বার, সমস্ত উদরের উপর এস্‌জি অথবা সি৫ এর পটী এবং কপালের উপর হোর পটী (১০ ফোটা ৩ আউন্স জলেব সহিত)।

ওলাউঠা আরোগ্য হইয়া গেলে শরীরে যে অসুস্থভাব লক্ষিত হয়, তাহা এস্‌জি বোতল বা কোয়ার্ট ডাইলিউসন অৰ্দ্ধ আউন্স বা এক কাঁচ্চা মাত্রায় দিবসে ১০।১২ বার এবং আহারের পর হইতে ৫টী বটিকা পর্য্যায়ক্রমে জিহ্বায় রাখিয়া সেবন কর্‌ অন্তর্হিত হয়।

ওলাউঠার ভিন্ন ভিন্ন উপসর্গের চিকিৎসা।

এই পুস্তকে যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ওলাউঠার চিকিৎসা প্রদত্ত হইয়াছে, সচরাচর তাহা অনুসরণ করিলে ফল পাওয়া যায়। কিন্তু চিকিৎসাকালে কখন কখন উপসর্গ বিশেষের আবির্ভাব হয়। এই সকল উপসর্গ শীঘ্র দূরীভূত না হইলে রোগ মন্দ হইয়া উঠে। যদি দেখা যায় যে, রোগীর জন্য যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সেই ব্যবস্থাতে এমন একটী ঔষধ আছে যাহার দ্বারা উপসর্গ বিশেষের নিরসন হইতে পারে তাহা হইলে উহার জন্য নূতন ঔষধের ব্যবস্থা করিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু যদি দেখা যায় যে একটী উপসর্গের উপযোগী ঔষধ রোগীর ব্যবস্থা পত্রে নাই, তাহা হইলে কাল ব্যাজ না করিয়া এমন একটী ঔষধ ব্যবস্থা করা উচিত যাহার দ্বারা উপসর্গটী শীঘ্র দূরীভূত হয় অথচ রোগীর প্রধান রোগের যে চিকিৎসা চলিতেছে সেই চিকিৎসাতে কোন প্রকার ব্যাঘাত না ঘটে।

গাত্র।—শীতলতা, শীতল ঘর্ম্মনিঃসরণ, শুষ্কভাব বা সংকোচ, নীল বা কৃষ্ট বর্ণ। রোগীর উপযোগী অন্যান্য ঔষধের সহিত এস্‌- ও এ৩ দ্বিতীয় বা তৃতীয় ডাইলিউসন পর্য্যায়ক্রমে একড্রাম গ্রায় ১০ বা ১৫ মিনিট অন্তর, হৃদয়ে ব্লু র পটী, মস্তকের মধ্যস্থলে ুলির উপর) ৫ বা ৬ ফোটা ব্লু ইর্লো ক্ট্র সিটি প্রয়োগ এক ঘণ্টা ন্তর এবং এককালে ১০টী বটিকা এস্‌ ১ বা এস্‌জি জিহ্বার উপর খিয়া সেবন।

নাড়ী।—নাড়ীর দুর্ব্বলতা বা লোপের চিকিৎসা পূর্ব্বের ন্যায়।

তৃষ্ণা।—এই উপসর্গটী উপস্থিত হইলে রোগীর উপযোগী অন্যান্য ঔষধের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যে মধ্যে অল্প পরিমাণে বরফজল কিম্বা দুগ্ধশর্করা (Sugar of Milk) মিশ্রিত জল কিম্বা রোগী যে ঔষধের ডাইলিউসন ব্যবহার করিতেছে তাহা বারম্বার সেবন করিবার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

উদর। গা বমি বমি, বমন, উকি তোলা, বেদনা, স্ফীতি বা বায়ু সঞ্চয় (পেটফাঁপা)। রোগীর উপযোগী অন্যান্য ঔষধের ব্যবহারের সঙ্গে এককালে ১০টী বটিকা এস্‌জি এবং ৫ মিনিট পরে এস্‌জি দ্বিতীয় ডাইলিউসন একড্রাম মাত্রায় কিম্বা ভেদ না থাকিলে এককালে ১০টী বটিকা এস্ ১ এবং ৫ মিনিট পরে এস ১ দ্বিতীয় ডাইলিউসন একড্রাম মাত্রায় ১০ বা ১৫ মিনিট অন্তর এবং উদরের উপর রের পটী। যদি উপসর্গগুলি প্রবল হয় তাহা হইলে এককালে ১০টী বটিকা এস্ জি জিহ্বার উপর রাখিয়া সেবন, ৫ মিনিট পরে এস্‌জি ও সি৫ তৃতীয় ডাইলিউসন পর্য্যায়ক্রমে ১৫ মিনিট অন্তর একড্রাম মাত্রায়, একঘণ্টা অন্তর ৩টী করিয়া সি ৫ এর বটিকা জিহ্বার উপর এবং উর্দ্ধোদরের উপর এস্‌জির পটী। কখন কখন পর্য্যায়-ক্রমে এস্ জি ও ভার ১ তৃতীয় ডাইলিউসন একড্রাম মাত্রায় ১০ ১৫ মিনিট অন্তর ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়

নিম্নোদর।—বেদনা, কুল কুল শব্দ, স্পন্দন। রোগীর যোগী অন্যান্য ঔষধের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে এস্‌জি ও সি৫ পর্য ক্রমে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ডাইলিউসন একড্রাম মাত্রায় ১০ বা মিনিট অন্তর এবং নিম্নোদরের উপর সি৫ এর পটী।

বারম্বার ভেদ।—রোগীর উপযোগী অন্যান্য ঔষধের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে এককালে ১০টী বটিকা এস্‌জি জিহ্বার উপর, ৫ মিনিট পরে এস্‌জি দ্বিতীয় বা তৃতীয় ডাইলিউসন একড্রাম মাত্রায় ১০ বা ১০ মিনিট অন্তর এবং সমস্ত উদরের উপর এস্‌জির পটী। যদি উপরিউক্ত চিকিৎসায় আশানুরূপ ফল না পাওয়া যায়, এস্‌জি ও সি৫ পর্য্যায়ক্রমে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ডাইলিউসন একড্রাম মাত্রায় ১০ বা ১৫ মিনিট অন্তর, ১টী বটিকা সি৫ একঘণ্টা অন্তর, উর্দ্ধোদরের উপর এস্ জি র পটী এবং নিম্নোদরের উপর সি৫ এর পটী।

রক্ত বা আম সংযুক্ত ভেদ।—রোগীর উপযোগী অন্যান্য ঔষধের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে এস্ জি ও এ৩ পর্য্যায়ক্রমে তৃতীয় ডাইলিউসন একড্রাম মাত্রায় ১০ বা ১৫ মিনিট অন্তর, এক ঘণ্টা অন্তর ১টী করিয়া সি৫ এর বটিকা এবং উপসর্গ গুলি প্রবল হইলে উর্দ্ধোদরের উপর এস্ জির পটী এবং নিম্নোদরের উপর সি৫ এর পটী।

মূত্রে।—মূত্রাল্পতা, মূত্রত্যাগে কষ্ট, মূত্রাবরোধ। রোগীর উপযোগী অন্যান্য ঔষধের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে এস্‌জি বা এস্১ ও এ৩ পর্য্যায়ক্রমে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ডাইলিউসন এবং মূত্রাধারের (Urine bladder) উপর এস্১ বা সি ৫ এর পটী।

হস্ত ও পদ।—হস্তে ও পদে আক্ষেপ (খেঁচুনি) বা টানভাব লক্ষিত হইলে রোগীর উপযোগী অন্যান্য ঔষধের ব্যবহারের সঙ্গে পীড়িত স্থানে হাত বা একখণ্ড ফ্লানেল দিয়া ঘষিবে কিম্বা উহার উপর সি৫ বা এস্৫ মালিস লাগাইবে।

মস্তক।—মস্তকে রক্তসঞ্চয় ও রক্তবর্ণ চক্ষু। এস্‌জি ও এ৩

পর্য্যায়ক্রমে তৃতীয় ডাইলিউসন এক বা আধ ঘণ্টা অন্তর, একঘণ্টা অন্তর একটী করিয়া সি ৫ এর বটিকা, কপালে হোর্ পটী (১০ফোটা ৩ আউন্স জলের সহিত) রোগীর উপযোগী অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা।